টিজি – ফেম সিরিজ

(টার্গেট গ্রুপ আর্থিক সচেতনতা বার্তা)

বিত্তীয় সাক্ষরতা

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

বিত্তীয় অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়ন বিভাগ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বার্তা ১
প্রয়োজন বনাম চাহিদা

বার্তা ২
ব্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পাঠ

বার্তা ৩
বিনিয়োগ, বীমা ও পেনশনের মূল কথা

বার্তা ৪
শিক্ষা ঋণ

বার্তা ৫
বিত্তীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকেরা

বার্তা ১ : প্রয়োজন বনাম চাহিদা

নিচের ছবিগুলি দেখ

টাকায়-পয়সার সফল ব্যবহারের প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রয়োজন এবং চাহিদা আলাদা করতে পারা। আমরা যেমন ছবিতে দেখছি প্রয়োজন হচ্ছে যা পেতেই হবে আর চাহিদা হচ্ছে যা পেলে ভালো হয়। চাহিদা একটু পিছিয়ে দেওয়া যায় আর পরে মেটালেও চলে। যখন আমরা এই চাহিদাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবো আর নির্ণয় নিতে পারবো যে ওগুলো পরে হলেও চলবে তখন আমরা আমাদের বেশীর ভাগ আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো।

বাজেট তৈরি করা

বাজেট তৈরি করা হচ্ছে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার এক দক্ষতা যা সুনিশ্চিত করে যে খরচ সবসময় আয়ের চেয়ে কম। এই অবশিষ্ট আয় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

আয় বনাম ব্যয়

দেনা

বার্তা ২ : ব্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পাঠ

<table>
<tr>
<td rowspan="3">ব্যাঙ্কসমূহ
(আর্থিক সংস্থা যারা টাকা জমা নেয় এবং ঋণ দেয়)</td>
<td>সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট
চেক বই, ফান্ড ট্রান্সফার, ডেবিট কার্ড, ইউপিআই ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে</td>
<td>
সেভিংস অ্যাকাউন্ট
● একক বা যৌথভাবে খোলা যায়
● অ্যাকাউন্টের অবশিষ্টের উপর নামমাত্র সুদ দেওয়া হয়
● কিছু অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম অবশিষ্ট রাখা জরুরি
কারেন্ট অ্যাকাউন্ট
● ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রযোজ্য, যেমন, মালিকানাভিত্তিক, অংশীদারী ফার্ম, পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানী, ট্রাস্ট, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি
● ব্যাঙ্কে ফান্ড থাকলে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় ও তোলা যায়
● অ্যাকাউন্টে অবশিষ্ট টাকার জন্য কোন সুদ দেওয়া হয় না
নাবালকদের জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট
● যে কোন বয়সের নাবালকরা তাদের আইনানুগ অভিভাবকদের মাধ্যমে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। ১০ বছরের ঊর্ধ্বের নাবালকরা চাইলে স্বাধীনভাবে নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে ও পরিচালন করতে পারে।
● নাবালক যখন সাবালক হবে তখন তার অ্যাকাউন্টে অবশিষ্ট রাশি জানা উচিত এবং যদি অ্যাকাউন্টটি অত্যাবধি স্বাভাবিক অভিভাবক পরিচালন করছিলেন তো নতুন পরিচালন নির্দেশ দিতে হবে এবং ব্যাঙ্ক পূর্বকালীন নাবালকটির পরিচালনের জন্য সইয়ের নমুনা সংগ্রহ করে রাখবে।
</td>
</tr>
<tr>
<td>জমা</td>
<td>
রেকারিং ডিপোজিট
● রেকারিং ডিপোজিট সাধারণতঃ আরডিএস নামে পরিচিত
● কোন স্থিরীকৃত টাকা প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য জমা নেওয়া হয় এবং সময়সীমার শেষে সুদসহ পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হয়।
● এই ডিপোজিটের সময়সীমা ৬ মাস থেকে ১২০ মাস হতে পারে।
● যাদের অনেক পুঁজি নেই কিন্তু প্রতি মাসে স্বল্প রাশি জমাতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এটা উপযুক্ত
● সময়সীমার মাঝে কোন টাকা তোলা যাবে না। তথাপি ব্যাঙ্ক সময়সীমার আগেই অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করার অনুমতি দিতে পারে। কিন্তু কোন মাসে টাকা জমা না করলে জরিমানা হতে পারে।
ফিক্সড ডিপোজিট
● ৭ দিন থেকে ১০ বছরের সময়সীমার মধ্যে খোলা যেতে পারে।
● সুদের হার জমারাশি এবং জমার মেয়াদের উপর নির্ভর করে।
● সাধারণতঃ সময়সীমার শেষে পুরো সুদ দেওয়া হয় কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সময়সীমা অন্তরও সুদ পাওয়া যেতে পারে।
● জমা টাকা সময়সীমার আগেও তোলা যেতে পারে যদি জমাকর্তা এ ব্যাপারে আগে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকেন।
</td>
</tr>
<tr>
<td>ঋণ</td>
<td>
ব্যক্তিগত ঋণ
এই ঋণ যে কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণতঃ এগুলি বিয়ে বা চিকিৎসা সঙ্কট ইত্যাদির জন্য নেওয়া হয়। এই ঋণে সুদের হার বেশি।
ভেহিকল ঋণ
এই ঋণ যে কোনো ধরনের গাড়ী কেনার জন্য দেওয়া হয়। গাড়ীটি ব্যাঙ্কের নামে দায়বদ্ধ করা থাকে এবং ঋণ পরিশোধে কোন চ্যুতি হলে ব্যাঙ্ক গাড়ীটি নিজের দখলে নিতে পারে।
গৃহ ঋণ
প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখে যে তার একটা নিজস্ব বাড়ি হোক কিন্তু বাড়ি কিনতে অনেক টাকা লাগে যা অনেকের কাছে নেই। এই ঘাটতি পূরণ করতে ব্যাঙ্ক গৃহ ঋণ দেয়।
শিক্ষা ঋণ
যারা উচ্চশিক্ষা পেতে চান তাদের জন্য ব্যাঙ্ক শিক্ষা ঋণ দেয়। উচ্চ শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে যখন ঋণী টাকা উপার্জন করতে শুরু করে তখন সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।
কৃষি ঋণ
কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঙ্ক অনেক রকমের ঋণ দেয়। এই ঋণ ব্যবহার করে কৃষক বীজ, ইনসেক্টিসাইড, ট্রাক্টর ও কৃষির জন্য জরুরি অন্যান্য সরঞ্জাম কিনতে পারে।
</td>
</tr>
</table>

বার্তা ৩ : বিনিয়োগ, বীমা ও পেনশনের মূল কথা

বিনিয়োগ অনেকটা গাছ লাগানোর মতো। যদি দৈনন্দিন পরিচর্যা করা যায় ও বেড়ে ওঠার জন্য সময় দেওয়া হয় তাহলে ভালো ফল আশা করা যেতে পারে।

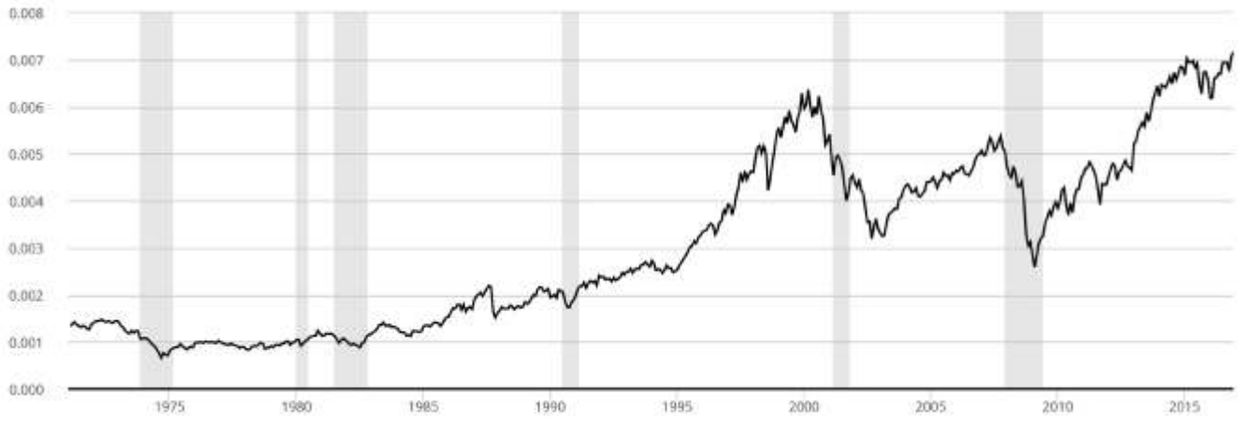

সাধারণত বিনিয়োগকারীরা সোনা, জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা পছন্দ করতেন। বর্তমানে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ডের মতো আর্থিক পরিসম্পতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বাড়ছে।

স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ড

শেয়ার-স্টক কোন কোম্পানীর মালিকানা স্বার্থের প্রতিফলন। শেয়ার বিনিয়োগকারীকে শেয়ারহোল্ডারের অধিকার দেয় যাতে বিনিয়োগকারী বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিতে পারেন ও ভোট দিতে পারেন। কোম্পানীর পরিচালনগত লাভের উপর নির্ভর করে এই প্রোডাক্টগুলি উপার্জনে সাহায্য করে। ফলে ব্যবসার লাভক্ষতির উপর এর আয় ওঠানামা করতে পারে। এই প্রোডাক্টগুলি অনেক কিছু সুবিধা দেয় বটে কিন্তু বিনিয়োগকারীদের কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে ভাল করে জেনে তারপর বিনিয়োগ করা উচিত। যাদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা আছে তারা এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারেন।

বিনিয়োগ হচ্ছে আপনার পুঁজিকে এক বা একাধিক পরিসম্পতে আবন্টন করে ভবিষ্যতে এর থেকে আয় বা পুঁজিমূল্যের বৃদ্ধি আশা করা। উদাহরণস্বরূপ, জমি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা প্রভূত সংখ্যক লোক এখন মিউচুয়াল ফাণ্ড বা স্টকের প্রত্যক্ষ ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করছেন।

মিউচুয়াল ফান্ড এমন একটি বিনিয়োগ মাধ্যম যাতে বিভিন্ন পুঁজি একসাথে করে একটি ফান্ড তৈরি করা হয় ও যা বিনিয়োগকারীদের ইউনিট প্রদান করে এবং অফার ডক্যুমেন্ট লোকেরা দর্শিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে। সিকিউরিটিতে এই বিনিয়োগ বিভিন্ন শিল্প ও বৃত্তকলার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিনিয়োগের বিভাজন ঝুঁকি কম করতে সাহায্য করে কারণ সমস্ত স্টক একই সময়, একইভাবে ও একই অভিমুখে যেতে পারে না। মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের যে ইউনিট দেয় তা তাঁদের বিনিয়োগ করা রাশির আনুপাতিক, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা ইউনিট হোল্ডার নামে পরিচিত।

বিভিন্ন সময়ে মিউচুয়াল ফান্ড বিভিন্ন বিনিয়োগ উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক যোজনা শুরু করে। জনগণের থেকে বিনিয়োগের জন্য টাকা নেওয়ার আগে মিউচুয়াল ফান্ডকে সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সাথে যারা পঞ্জীকৃত হতে হয়।

বৃদ্ধি-ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড স্কীম

গ্রোথ ফান্ডগুলির লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদে ফান্ডটির ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন করা। এই ধরনের যোজনা সাধারণত তার মোট পুঁজির সিংহভাগ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করে। তুলনামূলকভাবে এই ফান্ডে ঝুঁকি বেশী।

ইনকাম-ডেট ওরিয়েন্টেড স্কীম

ইনকাম ফান্ডের লক্ষ্য হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের এক সুষম এবং নিয়ত আয় প্রদান করা। এই ধরনের যোজনা সাধারণত বন্ড, কর্পোরেট, ঋণপত্র, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি, মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে। এই ফান্ডগুলিতে ইক্যুইটি স্কীমগুলির তুলনায় ঝুঁকি কম।

ভারতের দুটি অগ্রণী স্টক এক্সচেঞ্জ যথা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ৫০০০টিরও বেশী কোম্পানীর স্টকে বিনিয়োগ করা যায়। স্টকগুলি সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সাথে নথিভুক্ত দালালদের থেকে কেনা যেতে পারে।

বীমা সম্পর্কে সূচনা

বীমা এমন একটি ব্যবস্থাপন যার মাধ্যমে কেউ কিছু ঘটনা যেমন, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়স যা আপনার উপার্জনের ক্ষমতাকে অক্ষম করে, ঘটে গেলেও লাগাতার উপার্জনের পরিকল্পনা করতে পারে।

সারা বিশ্বে বীমার ব্যবসা দুইভাগে বিভক্ত -- জীবন বীমা এবং সাধারণ বীমা। জীবন বীমা পলিসিগুলিকে সুরক্ষার বেনিফিট পলিসি হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং সাধারণতঃ উপার্জনশীল সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুর পরে পুরো পরিবারের সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এছাড়াও অনেক রকম জীবন বীমা পলিসি আছে যা সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে জীবন বীমাকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের রাস্তা হিসেবেও ধরা হয়। অতএব এটি জমা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন সময়ের চাহিদাপূরণে সক্ষম। জীবন বীমা শিল্প অভাবনীয় বিপর্যয়ের ফলে ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী এবং শিল্পগুলির পরিসম্পত ও সম্পত্তি ক্ষতির ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে।

পেনশন সম্পর্কে সূচনা

এটি জানা জরুরি যে অবসর গ্রহণের পর কার কত টাকা দরকার হবে, কারণ প্রত্যেকের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন আলাদা হবে। প্রত্যাশিত জীবন, মুদ্রাস্ফীতি, অবসরের বয়স ইত্যাদি অবসর গ্রহণের পরে টাকার প্রয়োজন নির্ণয় করার জন্য কিছু মুখ্য উপাদান

মুদ্রাস্ফীতি হলো গ্রাহক পণ্য ও পরিষেবার বর্ধিত মূল্য, এটি অবসর গ্রহণের পরের প্রয়োজনকে দু'ভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ দাম বাড়া মানেই একই পরিমাণ জিনিস কিনতে আরও বেশী টাকা লাগবে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতির জন্য অবসর গ্রহণের সময়ের পর জমানো পুঁজিরও মূল্য কমে যায়। ফলে অবসর গ্রহণের পরের সময়ের জন্য পুঁজি তৈরি এই দুটিকে উপাদান হিসেবের মধ্যে নিতে হবে।

ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS)

ভারত সরকার দ্বারা প্রবর্তিত ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম এমন একটি পেনশন প্ল্যান যা বৃদ্ধ বয়সে যখন লোকেরা নিয়ত আয় করতে পারবেন না তখন তাদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করবে। এটিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে সকল নাগরিক যোগদান করতে পারবেন। এনপিএস-এ যোগদান করে একজন তার কর্মজীবনে নিয়মিতভাবে জমা ও বিনিয়োগ করতে পারেন। যোজনাটিতে প্রতি বছরে কমপক্ষে ৫০০ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। যখন কেউ অবসর নেন, সাধারণতঃ ৬০ বছর বয়সে তিনি তখন তার পুঁজির একটি অংশ তুলে নিতে পারেন এবং বাকি অংশ মাসিক ভিত্তিতে তুলতে পারে। এনপিএস-এ বিনিয়োগ করা টাকার একটা সীমা পর্যন্ত কর লাগে না।

বার্তা ৪ : শিক্ষা ঋণ

শিক্ষা ঋণের জনপ্রিয়তা বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। অধিকতর সংখ্যায় ছাত্ররা শিক্ষা ঋণের মাধ্যমে তাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করছেন। শিক্ষা ঋণের এই বর্ধিত চাহিদার কথা মাথায় রেখে একটি পোর্টাল শুরু করা হয়েছে যা শুধু তথ্যই সরবরাহ করে না বরং সিঙ্গল উইনডো হিসেবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আবেদনপত্রও প্রসেস করে।

VIDYA LAKSHMI
Fulfilling Educational Aspirations

www.vidyalakshmi.co.in

স্টেপ ১	রেজিস্টার করুন
স্টেপ ২	সিঙ্গল ফর্ম ফিল-আপ করুন
স্টেপ ৩	বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আবেদন করুন

বিদ্যালক্ষ্মী (www.vidyalakshmi.co.in) একটি ওয়েব নির্ভর পোর্টাল যা শিক্ষা ঋণ প্রার্থী ছাত্রদের সুবিধার জন্য শুরু করা হয়েছে। এটি একটি সিঙ্গল উইনডো বৈদ্যুতিন প্লাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শিক্ষা ঋণ যোজনাগুলি সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। সবার জন্য প্রযোজ্য আবেদনপত্র এই পোর্টালে দেওয়া থাকায় ছাত্ররা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আবেদন করতে পারেন। পোর্টাল দেখে ছাত্ররা আবেদন করতে পারেন, তাদের শিক্ষা ঋণের আবেদনপত্রের বর্তমান স্থিতি দেখতে পারেন যখন খুশি, যেখান থেকেই হোক আর যে কোন সময়ে।

এই পোর্টালে ৪০টি ব্যাঙ্ক ছাত্রদের শিক্ষা ঋণের সুবিধা দেওয়ার জন্য নথিভুক্ত আছে ও এর থেকে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষেরও বেশী ছাত্র উপকার পেয়েছেন।

শিক্ষা ঋণ সম্বন্ধে কিছু জরুরি কথা

- আইবিএ দ্বারা তৈরি আদর্শ শিক্ষা ঋণ যোজনা ২০১৫-র মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য অধিকতম ঋণ পাওয়া যাবে ১০ লক্ষ টাকা ভারতে পড়াশোনার জন্য ও ২০ লক্ষ টাকা বিদেশে পড়াশোনার জন্য
- ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণে কোন মার্জিন বা বন্ধক লাগবে না।
- সমস্ত শ্রেণীর জন্য ঋণ সমান মাসিক কিস্তিতে ১৫ বছরে পরিশোধ্য।
- কোর্স শেষ হওয়ার পর ১ বছর মোরেটোরিয়াম পিরিয়ড আছে। তারপর থেকে ঋণের পরিশোধকাল শুরু হয়।

বার্তা ৪ : বিত্তীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকেরা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রাধিকারী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৩৪-র দ্বারা এটি এপ্রিল ১, ১৯৩৫-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর বি আইয়ের সাধারণ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ গভর্নরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নির্দেশকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত আছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশকমণ্ডলীর সাহায্যের জন্য দিল্লী, কলকাতা, চেন্নই ও মুম্বইতে স্থানীয় নির্বাচকমণ্ডলীও আছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা

কারেন্সি প্রদান ঃ ভারত সরকার ও আর বি আই পরিষ্কার ও আসল নোট সরবরাহের উদ্দেশ্যে দেশের কারেন্সির ডিজাইন, উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে।

সরকারের ব্যাঙ্কার ঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্কার এবং যে সমস্ত রাজ্য সরকারের সাথে চুক্তি আছে তাদেরও ব্যাঙ্কার।

আর্থিক পলিসি প্রাধিকারী ঃ বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য মূল্য স্থিতিশীল হওয়া দরকার। আর্থিক পলিসির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

বিকাশের ভূমিকা ঃ আরবিআই লক্ষ্য রাখে যাতে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়া যায়। আর বি আই এমন সব প্রতিষ্ঠান গঠন করতে সাহায্য করে যারা দেশের নির্মাণে আর্থিক পরিকাঠামো নির্মাণে যোগদান করে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের বিস্তার ও আর্থিক সাক্ষরতার উন্নতি করা।

ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক ঃ ব্যাঙ্কিং প্রণালীর নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনের জন্য এমন একটি কাঠামো তৈরি করে যা নিবারক ও সংশোধনকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা করে ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

পেমেন্ট ও সেটলমেন্ট প্রণালীর নিয়ন্ত্রক ঃ আরবিআই দেশে সুরক্ষিত, নিরাপদ, উত্তম, কার্যকর, উপলব্ধ ও অনুমোদিত পেমেন্ট প্রণালী প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ঃ আর বি আই আর্থিক প্রণালীর অবিরত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

অন্যান্য আর্থিক নিয়ন্ত্রক

সেবি (সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া)

দি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি), ১৯৮৮ সালে প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেবি অ্যাক্ট, ১৯৯২-র অনুবিধি অনুযায়ী ১২ই এপ্রিল, ১৯৯২-তে স্বশাসিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থাতে পরিণত হয়। সেবি-র প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সিকিউরিটি মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষিত রাখা। এর আরও উদ্দেশ্য হলো সিকিউরিটি মার্কেটের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ। সেবি-র মুখ্য কার্যালয় মুম্বইতে অবস্থিত।

আই আর ডি এ আই (ইন্সিওরেন্স রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া)

দি ইন্সিওরেন্স রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা ভারতে বীমার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত। আই আর ডি আই অ্যাক্ট, ১৯৯৯-র অনুবিধি অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত। এর মুখ্য কার্যালয় মুম্বইতে অবস্থিত।

অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রকসমূহ

ভারতে বীমা, ক্যাপিটাল মার্কেট ও পেনশন ফান্ডস-এর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণালী স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পি এফ আর ডি এ (পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)

পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পি এফ আর ডি এ) ভারত সরকার দ্বারা ২৩শে আগস্ট, ২০০৩-এ প্রতিষ্ঠিত। সরকার ১০ই অক্টোবর, ২০০৩-এ এক নির্বাহী নির্দেশের মাধ্যমে পি এফ আর ডি এ-কে পেনশনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করার অধিকার দেয়। পি এফ আর ডি এ-র ভূমিকা হলো ভারতে পেনশনের ক্ষেত্রে বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ করা। পি এফ আর ডি এ অ্যাক্ট, ২০১৩-র অনুবিধি অনুযায়ী এটিকে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়। এটির মুখ্য কার্যালয় নতুন দিল্লীতে।

লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বিত্তীয় সাক্ষরতার উপাদান

শ্রী দীপক মহান্তি, কার্যবাহী নির্দেশক, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বিত্তীয় অন্তর্ভুক্তির উপর মিডিয়াম টার্ম পাথ নামাঙ্কিত কমিটির সভাপতিত্বকালীন সুপারিশ করেন ''সবার জন্য একই সাইজ'' এই রাস্তা আর্থিক শিক্ষার জন্য হয়তো আদর্শ নয় কারণ বিভিন্ন অভিষ্ট সমষ্টি-দল-এর বিভিন্ন ধরনের আর্থিক শিক্ষার প্রয়োজন। ফলত বিভিন্ন লক্ষিত দলের জন্য তথ্যের বিষয়সূচী আলাদা হওয়ার প্রয়োজন।
বিত্তীয় অন্তর্ভুক্তি এবং উন্নয়ন বিভাগ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়সূচী আলাদাভাবে পাঁচটি সমষ্টির জন্য তৈরি করছে - কৃষক, ছোট উদ্যোগী, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, প্রবীণ নাগরিক। এই বইটি আর্থিক সাক্ষরতার উপর এমনই পাঁচটি বইয়ের একটি।

ডিসক্লেমার

পাঠকদের আথিক সাক্ষরতা প্রাপ্তির আন্তরিক লক্ষ্যে এই বইটি পড়া ও পড়ানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয় কোন পাঠককে বর্ণিত কোন যোজনা বা পরিষেবা সম্বন্ধে প্রভাবিত করা।

কপিরাইট
প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮
উৎস স্বীকার শর্তে প্রতিলিপি করাতে কোন আপত্তি নেই

লেখা এবং মুদ্রণ
বিত্তীয় অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ দপ্তর
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
১০ম তল, সেন্ট্রাল অফিস বিল্ডিং
শহীদ ভগত সিং মার্গ
ফোর্ট, মুম্বই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ডিজাইন ঃ কৌশিক রামচন্দ্রন

বিত্তীয় অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়ন বিভাগ
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
১০ম তল, সেন্ট্রাল অফিস
মুম্বই - ৪০০ ০০১. ভারত